নতুন পাতা
NEW LEAF

SPANDAN -2007

[Ist. EXHIBITION of Art & Craft]

at *Niharika*

(A shelter Home)

of CIDAW : Child-in-Distress & We

Salbagan Anulia Rahaghat Nadia West Bengal - 741255

Phone : 03473 - 214152

স্পন্দন - ২০০৭ : কি ও কেন?

'NIHARIKA STUDENTS COMMITTEE' -র উদ্যোগে পরিচালিত 'স্পন্দন ২০০৭' নীহারিকার প্রথম অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা,
এই উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য -

i) ভবিষ্যতে নীহারিকাকে আত্মনির্ভর সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
ii) নীহারিকার আবাসিকদের মানসিক বিকাশ, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি।
iii) সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে নীহারিকার সেতু বন্ধন রচনা করা।

এই কর্মসূচীর মাধ্যমে আমরা আমাদের পিতাস্বরূপ কুনাল আঙ্কেলের কিছুটা পরিশ্রম লাঘব করে তার মহান দায়িত্বের কিছু অংশ ভাগাভাগি করেছি মাত্র। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে এই ঘরোয়া ক্ষুদ্রতর উদ্যোগে সচেষ্ট হয়েছি। খুব অল্প সময়ে - মাত্র চার মাসের মধ্যে আমরা নিজস্ব পড়াশোনা, খেলাধূলা, পরীক্ষা ও প্রাত্যহিক কর্তব্য ও কাজকর্ম ব্যতীত বাকি সময়ে এই ক্ষুদ্রতম 'মেলার' জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি। আমাদের স্বপ্ন ও ইচ্ছা ভবিষ্যতে এই উদ্যোগকে আর বড়ভাবে উপস্থাপিত করার মাধ্যমে একদিন নীহারিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা। এই লক্ষ্য পূরণে আপনাদের সাহায্য, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা একান্তভাবে প্রার্থনীয়।

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

সুব্রত ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক
নীহারিকা স্টুডেন্টস্ কমিটি

SPANDAN - 2007 : What and Why ?

SPANDAN - 2007, *organised by Niharika Students' Committee, is a first economic and development programme by the boarders/ students of Niharika. Its objectives are (1) to establish Niharika as a self-reliant institution in future, (2) to instil values and sense of responsibility among the boarders of Niharika, and, (3) to develop strong connections between Niharika and members of all levels of our society.*

We have merely tried to share and minimize the burden of responsibilities of our fatherly Uncle Kunal through our work. We started this tiny venture of ours with blessings and guidance from our respectable teachers. In a very short time - about four months - we have been able to present this small fair by working tirelessly besides attending to our daily routine of studies, tests, exams and other duties.

Our dearms and wishes will put in great impetus to our endeavour enabling us to shoulder total responsibility of Niharika some day. We humbly seek your invaluable support, love and blessings for achieving our goal.

Subrata Bhattacharya

Subrata Bhattarya
Secretary
Niharika Students' Committee.

Sheo Kumar Ram
SUB-DIVISIONAL OFFICER, RANAGHAT
NADIA (WEST BENGAL)
STD : 03473
Phone : (O) 210095, (R) 210020
Fax : 03473 214320

सत्यमेव जयते

Date- 02.01.2007.

TO WHOM IT MAY CONCERN

I am glad to know that Children of Niharika are going to organize 1st Exhibition of their handiwork on and from 20.1.2007 to 21.1.2007 at Niharika premises

To mark the occasion, they will bring out a Souvenir.

I take this opportunity to convey my best wishes to the children and organizers and wish the exhibition a grand success.

02.01.2007
(Sheo Kumar Ram)

Sub-divisional Officer, Ranaghat.

Sub-Divisional Officer
Ranaghat, Nadia

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER RANAGHAT, NADIA

ONKAR SINGH MEENA I.A.S.

District Magistrate & Collector
Nadia
P.O. Krishnagar, West Bengal

Phone:(03472)251001 (Off.)
252052/252557 (Bungalow Chamber)
Fax (03472) 253030 / 252294, Mobile : 9434060101
Email : dm_nad@nic.in, meena_onkar@rediffmail.com

Message

****

I am glad to note that the Children of Niharika, Ranaghat is going to exhibit their exhibition 'SPANDAN- 2007'.

I am also glad to know that to commemorate this auspicious occasion a magazine-cum souvenir "NEW LEAF" will be brought out by the children of Niharika.

I take this opportunity to convey my good wishes to the children of Niharika in this regard and also convey my thanks for the publication of the Magazine.

9.01.07

[Onkar Singh Meena]
District Magistrate, Nadia.

To
Shri Kunal Lama,
Niharika,
Anulia Ranaghat, Nadia.

সভাপতির কলমে

আজ থেকে প্রায় ছ বছর আগে রানাঘাটের একটি প্রতিষ্ঠিত হোমের কর্মকর্তাদের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে গুটিকয় জেদী নাছোড়বান্দা সমাজ সচেতন মানুষ তাদের ন্যায়নীতির প্রতি দায়বদ্ধতা রাখার জন্য ৩০ টি ছেলেমেয়েকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন আজকের এই নীহারিকা আশ্রম। যৎসামান্য পুঁজিকে পাথেয় করে আক্ষরিক অর্থেই জ্যোতির্মন্ডলীতে নিষ্প্রভ নীহিরিকার স্নিগ্ধ আলো বিতরণ করাই ছিল আমাদের ব্রত। অর্থ ও ক্ষমতার আস্ফালনকে উপেক্ষা করেই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমাজ সচেতন মানুষদের সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা ও আন্তরিক ভালোবাসাকে পাথেয় করে শুরু হয়েছিল আমাদের এই পথ চলা। আমাদের আন্দোলনের অভিমুখ যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ আমাদের এই উদ্যোগের সফলতা। কিন্তু অল্প কিছু মানুষের সীমিত সাহায্যের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘদিন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। তাই নীহিরিকার আবাসিক ছাত্র ছাত্রীরা তাদের অধীগত শিল্পকর্মের সম্ভার নিয়ে একেবারে নিজস্ব ঘরানায় "স্পন্দন" নামের কর্মশালায় আশ্রম প্রাঙ্গনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এই অভিনব প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বস্তুগুলি জনসাধারণের কাছে বিক্রী করে একটি আপৎকালীন তহবিল গড়ার মানসে নীহারিকার পরিচালকমন্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। আশ্রমিকদের এই দায়বদ্ধতার বোধ আমাদেরকে আপ্লুত করেছে। দরদী বন্ধুদের স্নেহের পরশ আর সামাজিক উষ্ণতায় ভরে উঠুক প্রদর্শনী প্রাঙ্গন। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের এই সামান্য সাহায্য মাখানো প্রশ্রয় এদের সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

অমর কৃষ্ণ দে
সভাপতি
নীহারিকা ট্রাষ্ট কমিটি

A letter to well-wishers

Niharika
20th, January, 2007

Dear friends,

While writing this epistle I am as excited as my children, my co-workers. All these long years, since 1990, I could see only a patch of golden light on the horizon. Now, with the children putting in their efforts unitedly in order to present "SPANDAN-2007" to all of you, I can see the very source of light - the sun of Hope itself. A new dawn. A new Leaf.

It was so delightful to watch the children working in unison, tirelessly, till midnight. They created and laughed together and "vibrated with life" - the spandan. And, lo! SPANDAN-2007 is before you all to judge. My children have indeed turned a new leaf to write their future.

On their behalf I appeal to you to help them and pray and work for their bright future. They need your love, co-ooperation and support for achieving that future.
Please!

Wishing you a very Happy & Prosperous New Year 2007,

Kunal Lama

Kunal Lama

নীহারিকার জন্য কেন ব্যক্তিগত সাহায্য দরকার

১। ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যেই হচ্ছে ছেলে-মেয়ের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য প্রথম পদক্ষেপ।

২। নীহারিকার কার্যক্রমে জনগণের যুক্ত থাকা এবং তাদের স্নেহ-ভালোবাসা ছেলে-মেয়েদের মনে অনুভূতি জাগরিত করবে যে এই সমাজ তাদের ভালোবাসে, তাদের চায় এবং তারাও সমাজের অভিন্ন অংশ।

৩। উপরিউক্ত ভাবনার অভাব ধীরে ধীরে ছেলে মেয়েদেরকে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলবে এবং খুবই শিক্ষিত হলেও তারা সামাজিক ভয়ে মূলস্রোত থেকে দূরে সরে থাকবে। অবশেষে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি ওদের শিক্ষাকেও উদ্দেশ্যহীন করে তুলবে। আমরা চাই এমন এক সমাজ যেখানে সকলে কলঙ্কহীন ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করতে পারবে সেই সমাজ নির্মাণে আমাদের এই প্রচেষ্টাকেও ব্যর্থ করে তুলবে।

৪। যখন ছেলে মেয়েরা সংস্থার মধ্যেই সংস্থার কর্তৃপক্ষের অর্থলোভের অথবা তাদের অব্যবস্থাপনার শিকার হয় তখন এই ব্যক্তিবিশেষরা তাদের জন্য লড়তে পারে ও লড়বে। বড় দাতা সংস্থাগুলো তা মোটেই করে না। বরঞ্চ তারা ওই প্রতিষ্ঠানের "আভ্যন্তরীণ মামলা" বলে টাকা পায়সা বন্ধ করে দেয়। (১৯৯৯-২০০০ সালে রাণাঘাটের জনসন ওর্সিনি হোম-এ যা ঘটেছিল তা এক জ্বলন্ত দুর্ভাগ্যজনক দৃষ্টান্ত)।

৫। ব্যক্তি বিশেষদের (জনগণের) স্নেহ ভালোবাসা ও অনুভূতির উপর দাঁড় করানো সার্বিক সাহায্য দু-চার জন সদস্য সাহায্য বন্ধ করে দিলেও ভেঙ্গে পড়বে না। বড় দাতা সংস্থা সাহায্য বন্ধ করে দিলেই কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিপদে পড়ে যায়।

আরো কি ভাবে নীহারিকাকে সাহায্য করতে পারেন

১। ছেলে মেয়েদের হাতের কাজ (vocational training) এবং উর্পাজনের জন্য এককালীন অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

২। নীহারিকার স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরী করার জন্য এককালীন অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৩। ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৪। নীহারিকার প্রোগ্রামের জন্য অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৫। বই, ম্যাগাজিন পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৬। যে কোন জিনিস - পুরানো ব্যবহারযোগ্য জামা কাপড় ও দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৭। আপনার পেশাদারী এলেম নীহারিকার ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৮। আপনার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়রা যারা সমাজ সেবার মনোভাব রাখেন তাদের অথবা সংস্থার নাম ঠিকানা জানিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৯। আপনার অমূল্য সময় নীহারিকার ছেলে মেয়েদের সাথে ব্যয় করে সাহায্য করতে পারেন।

১০। পুন নবীকরনের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কুনাল লামা / পূরবী ঘোষ

নীহারিকা

শালবাগান, পোষ্ট, আনুলিয়া,

রাণাঘাট, নদীয়া - ৭৪১২৫৫

ফোন ঃ ০৩৪৭৩-২১৪, মোবাইল ৯৪৩৪৮ ২৩১৯৭

১১। অনুদানের জন্য চেক "Child-in-Distress & We Charitable Trust; " -র নামে কাটুন।

REASONS WHY *Niharika* NEEDS INDIVIDUAL SUPPORT

1. Individual Support is the first step towards making a child socially acceptable.
2. Involvement of the individuals in Niharika's programmes and their love and affection will make the children feel loved and wanted by the society and feel that they too are indispensable part of it.
3. Absence of the above factors would gradually make the children isolated from the mainstream, and they would cringe from the mainstream and shun it even after they are highly educated. This unfortunate situation ultimately would render their education purposeless and our efforts useless for the overall good and development of a just society where every member of the society would live in dignity and without stigma.
4. Individual supporters can fight for the children if the children become victims due to misuse of precious funds meant for them or for any internal administrative mismangement in the institution. Funding agencies, instead of taking up the cause of the children, simply stop funds branding the "problem" in the institution as internal matters of the culprit institution and withdraw their support. (Whatever happened in Johnson Orsim Home of Ranaghat in the Year 1999-2000 is a burning example of such sad happenings).
5. Overall support built on individuals' empathy, love and understanding will remain stable even if some members decide to stop their support whereas in case of any withdrawal by funding agency would play havoc on the institution.

OTHER WAYS TO HELP NIHARIKA

1. Donate one time seed money for NIHARIKA's income generating-cum-vocational training programmes.
2. Donate one-time grant for construction of infrastrutural facilities for the children at NIHARIKA.
3. Underwrite education and training cost of children for higher studies and specialised vocations.
4. Underwrite our programme cost.
5. Donate books, magazines, periodicals related to the issue we are addressing or anything helpful to us.
6. Donate anything in kind-even old clothes.
7. Donate your professional skills.
8. Send us names and address of benevolent individuals and organisation to build a network for support.
9. Donate your precious time by visiting NIHARIKA with your family and friends.
10. **For further information please contact**

Kanal

~~Kamal~~ Lama / Purabi Ghosh

at *Niharika*

Salbagan, P.O. - Nadia
Ranaghat, Nadia, West Bengal - 741255
Phone : 03473 214152, Mobile : 94348 23197

11. Please draw your cheque in favour of "Child-in-Distress & We Charitable Trust; "

ফুলের বন

যদিও আমি ঠিক করেছি।
এখন ছবি আঁকব না
ফুলের বনে গিয়ে এখন
ফুলের রেণু মাখব না
তবুও ফুলের বনটা বলছে আমায়
আয় চলে আয় আমার কাছে
দ্যাখনা চেয়ে কত রঙের ফুল ফুটেছে
গাছে গাছে

শুভ [illegible]
তৃতীয় শ্রেণী

গ্রাম

আকাশ ভরা সূর্য তারা
বিশ্ব ভরা প্রাণ,
মাঠে মাঠে গান গাইছে
রাখাল ছেলের দল
গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী;
নদীর নাম দেওয়া হয়েছে ছোট জলঙ্গী
জমির উপর পোঁতা আছে,
সারি সারি গাছ;
নদীর মধ্যে সাঁতার কাটে
রুই কাতলা মাছ;

বিশ্বকবি

সাদা চুল লম্বা দাড়ি
হলেন তিনি কবি,
অবার যে গানের গুনি
রবীন্দ্রনাথ তিনি,
ছোট নদীর মতো তিনি,
গেলেন অনেক দূর,
বারো মাসের দিনগুলিতে
গেয়ে গেলেন সুর,
দিল্য ঋষি দিল তোমার নোবেল পুরস্কার
অবার আজ দিলাম তোমায় মোদের নমস্কার,

প্রীতি মুখার্জী
সপ্তম শ্রেণী

বিশ্বকবি

সাদা চুল লম্বা দাড়ি
হলেন তিনি কবি,
সবার প্রিয় গানের গুণী
রবীন্দ্রনাথ তিনি,
ছোট নদীর মতো তিনি,
গেলেন অনেক দূর,
বারো মাসের দিনগুলিতে
গেয়ে গেলেন সুর,
হিন্দু মুসলিম হিন্দ, তোমার নোবেল পুরস্কার
সবার আজ দিলাম তোমায় মোদের নমস্কার,

[illegible] মুখার্জী
অষ্টম শ্রেণী

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ মানে আমরা সবাই জানি,
পরিবেশ নিয়ে পড়েছি অনেক বাণী।
ভোরবেলা কারখানা খুলে যায় যখন,
তখনই বাতাসে হয় একবারে দূষণ।
জলে জলে গরু মোষ স্নান করে খুব,
সেই জলে অনেকে দেয় খুব ডুব।
দূষণ ভরা এই জগৎ,
এটাই লিখেছে অঙ্কুর জগৎ।।

অঙ্কুর জগৎ,
পঞ্চম শ্রেণী।

সৌরভ

বাঙালির ছেলে এক
নাম তার সৌরভ
ব্যাটে বলে আছে তার
বাংলার গৌরব
ইডেনে আছে তার
ছক্কার ঝুড়ি ঝুড়ি
লর্ডসে আছে তার
লাখ লাখ সেঞ্চুরি।

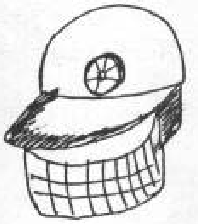

ঐন্দ্রা মুখার্জী
অষ্টম শ্রেণী

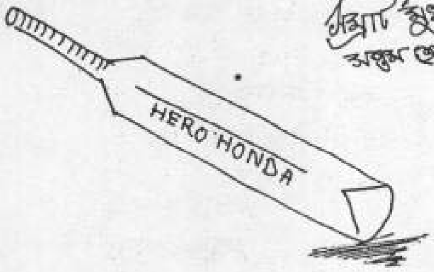

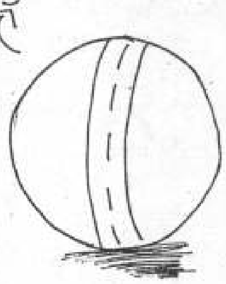

মন

যখন ভাবি যাব চলে
পাইনা কোন দিশা
তখন হৃদয় জেগে বলে
তোর নেই কোন আশা

এই ভেবে যেই রেগে উঠি
তখন করি ছুটোছুটি
শেষবেলায় যখন ক্লান্ত হই
তখন ভাবি গেলেই বা লাভ কই,

— সুব্রত দত্ত
দ্বাদশ শ্রেণী

বাংলার সাপ

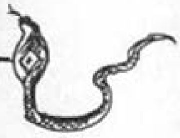

বাংলায় সাপ আছে বহু রকমের
জানতে চিনতে হবে সেই সব সাপেদের,
ক্যানিংয়ের সাথীরা সাপেদের চেনে জানে,
চলো মোরা শিখে আসি,
চড়ে বড়ো ট্রেনে,

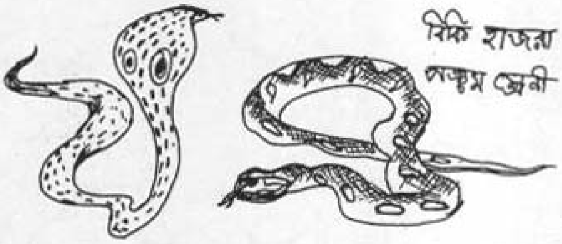

বিকি হাজরা
সপ্তম শ্রেণী

তারা

আকাশে কত তারা
মিটি মিটি করে
মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
টিপ টিপ করে
আকাশে থাকে সূর্য তারা
সকালে আলো দেয়
রবি মামা,
মেঘলা দিনে মামা
পড়ে ঢাকা
দুদিন পরে আবার
আলো পড়ে ওঠে।।

অজয় ভগত
চতুর্থ শ্রেণী

আমার ছড়া

পাঁকে ফোটে পদ্ম
বলি ছড়া পদ্য
পড়ি আমি গদ্য
লিখি শুধু মর্ধ
ভালোবাসি খেতে ডিম সেদ্ধ
কাজে আমি বেশ দড়
নই কুঁড়ের বেহদ্দ

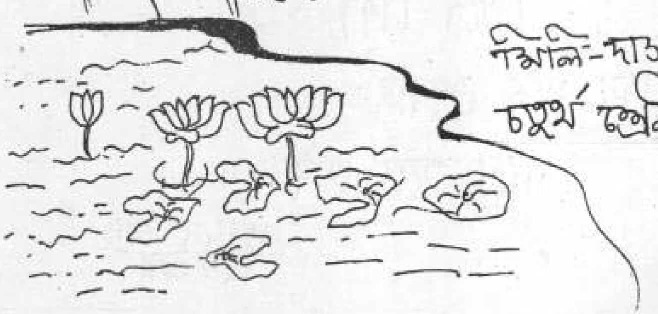

ঝিলি দাস
চতুর্থ শ্রেণী

আমার জিজ্ঞাসা

দিনের শেষে রাত্রি আসে যখন
তারায় ভরা আকাশ দেখে
ভাবতে বসি তখন —
কোথায় শুরু কোথায় যে তার শেষ
ভেবে না পাই কূল কিনারা।
তাই তো অসীম বল তোমরা
আকাশ আমায় হাতছানি দেয়
বলে এসো সেই —
ইচ্ছে করে মন ভরে
ছুটে চলে যাই।
কিন্তু কোথায় শুরু, কোথায় শেষ
না জানি তার উত্তর
উত্তরটা বল সবাই —
দাও না এমন উত্তর।

অস্মিতা সানা
B.A. (2nd Year)

সিঙ্গুর

— সুব্রত দত্ত
পঞ্চম শ্রেণী

হে সিঙ্গুর
তুমি তো বোলপুর নও
যে সেখানে গড়ে উঠবে প্রমোদের স্থান
তুমি তো সিঙ্গুর
যেখানে গাঁথা আছে কৃষকের বেদনার সুর
শিল্পস্থাপনের কথা না মেনে
তুমিই পারো গর্জে উঠতে
একমাত্র তুমিই পারো
সকল দরিদ্র কৃষকদের বাঁচার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে,
চালিয়ে যাও লড়াই
পারো পারবে সকলেতে
হাল ছেড়ো না কখনো
তাহলেই যাবে জয়েতে

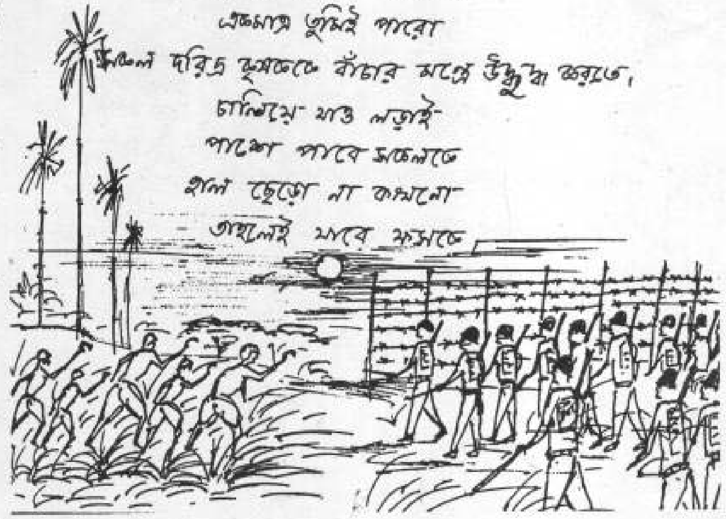

খেলা করা

ছোট ছোট ছেলেরা
খেলে ফুটবল
ছোট ছোট মেয়েরা
খেলে ভলিবল
আমি একা বসে থাকি
খেলিনা কিছুই
মাতে ওরা হাসে ওরা
আমি তালি বাজাই

আমনী সিন্হা
নবম শ্রেণী

শিক্ষা

লেখাপড়া শিখে তোমার
জ্ঞান হওয়া চাই,
নইলে ভুবনে কোথাও তোমার
রবে না তো ঠাঁই ।।

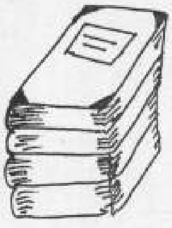

যদি চাও, তুমি
লেখাপড়া শিখতে,
তবে তোমার পড়তে হবে
সকাল এবং সন্ধ্যে ।।

পড়তে বসে তাই
মনে রেখো তোমরা সবাই,
লেখাপড়ার মাঝে যেন
ভালোবাসা থাকা চাই ।।

পড়ার সময় অন্য চিন্তা
করবে না তো মনে,
পড়ার শেষে খেলবে তবে
সবাই মিলে জেনে ।।

অভীক কুমার দাস
শিক্ষক,

প্রাক থেকে বর্তমান
জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্ঞানমঞ্চে ভূগোল শাস্ত্র

Mandira Acharya, B.A. (1st Class), M.A. (1st Class),
National Scholarship in Geography

আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখার মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। প্রাচীনকালের পন্ডিতরা প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী শিলাস্তর, মাটি, জল উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল সম্বন্ধেও উৎসাহ রাখতেন তথা জ্ঞান অর্জনের চেষ্টাও করতেন। এরপর সময়ের ক্রমিক বিবর্তনের মাঝে প্রতিটি শাখায় তথ্যের পরিমাণ এতো বেড়ে গেল যে, জ্ঞানের শিল্পায়ন ঘটলো। ধীরে ধীরে শাখাগুলি 'ভূ-তত্ত্ব, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি নামধারণ করল। যদিও বর্তমানে এই শাখাগুলি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একে অপরের সাথে এমন ভাবে যুক্ত ও নির্ভরশীল যে বাস্তবিকক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সহজ কাজ নয়।

এরপর জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির জ্ঞান 'উপযোগীতা' নামক প্রসঙ্গটি উপস্থিত হয়। কিছু কিছু দার্শনিকদের মতে জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাটির বিষয়বস্তু যদি প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে বিষয়টির উপযোগিতা নিজে থেকেই সৃষ্টি হবে। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে সভ্যতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নিহিত থাকে ঐ সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে এইখানেই উপযোগীতার সার্থকতা।

ব্যাপারটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বলা যাক, ঠিক এইরকম বর্তমান সভ্যতার সর্বাপেক্ষা সংকটতম রূপ হল ব্যাপক নগরায়ন যা সমস্ত তৃতীয় বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে - ইহা জ্ঞান বিজ্ঞানের ভূগোল নামক শাখাটির উপশাখা **"URBAN GEOGRAPHY"**- এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। গত দুই শতকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে নগরায়ন দ্বিগুণ থেকে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও পরিবেশবাদীরা এই নগরায়নকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেনি। তার কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিষ্কার স্বাস্থ্যবিধি সম্মত এবং দূষণমুক্ত শহরও তার নাগরিকদের কাছে তুলে ধরতে পারে এক প্রাণহীন পরিবেশ। চওড়া রাস্তা, উপযুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চলনসই জল সরবরাহ ব্যবস্থা, এবং পাকা বাড়ির আধিক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক শহরে জীবনের কোন স্পন্দন অনুভব করা যায় না। তার প্রধান কারণ ঐ শহরটির নিজস্ব সত্তা বলতে কিছু থাকে না। এই প্রসঙ্গে **"ENVIRONMENTAL SCIENCE"** এবং **"URBAN GEOGRAPHY"** -এর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এইভাবেই বর্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে সেতু তৈরী হয়েছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভূগোল শাখাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভূগোল শাখাটি প্রধানত : ' দেখার' উপর গুরুত্ব দেয় (পিটার হ্যাগেট) বর্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সবথেকে ভূগোল শাখাটিই অন্যান্য শাখার সাথে সেতুবন্ধন রচনা হয়েছে। ইহার ফলস্বরূপ এই শাখাটির উপযোগীতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেমন মানুষ ঠিক তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের মঞ্চে ভূগোল শাখাটি একটি তন্যতম মুখ্য চরিত্র।

সময়ের মূল্য

সম্রাট মুখার্জী
সপ্তম শ্রেণী

সময় চলে যায় নদীর স্রোতের মতো। যে স্রোত বয়ে চলে তা যেমন কখনও ফিরে আসে না তেমনি যে সময় বয়ে যায় তা কখনও ফিরে আসে না। সেই জন্য আমাদের সময়ের মূল্যটি বুঝতে হবে। মানুষের জীবনের তুলনায় সময় অতিসংক্ষিপ্ত, সেই জন্যেই এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু করে যেতে হবে।

এই যে সময় বয়ে চলে যায় এটা বুঝতে পারা বড় কথা। এই পৃথিবীতে প্রচুর ধনীরা অতি মূল্যবান জিনিস কিনতে পারে কিন্তু এই সময় কেনা যায় না। ধনী -দরিদ্র সবার কাছে সময় সমান। এই অমূল্য সময়কে অবহেলা করতে কেউ রাজি নয়। মানুষ এই অমূল্য সময়কে উপলব্ধি করছে বলেই এই সময়কে মূল্যবান আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের লক্ষ রাখতে হবে এই সময়কে সৎব্যবহার করা সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে। অনেকেই মনে করে যে এই কাজটা অন্য সময়ে করব এখন করব না, কিন্তু ঐ অন্য সময়ে আর কাজটা হয় না। সেই কাজ অসমাপ্ত থেকে যায় যেমন আম গ্রীষ্মের ফল সেই ফল যদি শীত কালে হয় তাহলে সেই ফলে স্বাদ থাকে না। তাই আম গ্রীষ্মকালেই ভালো। সময়ের মূল্য বুঝতে পারলে সময়ানুবর্তিতা আসে। যে মানুষ ঘড়ির কাঁটা দেখে কাজ করে তার সময়ের অভাব হয় আর সে অলস হয়ে পড়ে। আমরা অনেক মনীষীদের জীবনী পড়েছি তাদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ছিল তাই তাঁরা এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু করে গেছেন। আর এই সময়ানুবর্তিতা শৈশব কাল থেকেই শিখতে হবে। আর এই সময়ানুবর্তিতা শেখাবেন তার অভিভাবক। যেমন কোন শিশু যদি স্কুল দেরী করে যায় তার জন্য দায়ী তার অভিভাবক। যে শিশু সময়ানুবর্তিতা শেখেনি তাকে বড় হয়ে ভুগতে হবে। যে চাষি সময়মত বীজ বপন করেনি, সে ফসল পাবে না। কে কত কাল বেঁচেছেন সেটা বড় কথা নয়, কে কত অল্প সময়ে সময়কে সুন্দর ভাবে কাজে লাগিয়েছেন সেটা বড় কথা।

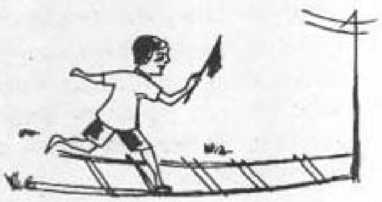

আবেদন

আলোর নিচে যেমন থাকে অন্ধকার, ঠিক তেমনি আমাদের সমাজের ঝলমলে আলোকিত জগৎটার পাশাপাশি আছে কালো অন্ধকারময় জগৎ। যারা এই জগতের বাসিন্দা তারা বড় অসহায়, দুঃস্থ। এদের কেউ ভালো গল্প, ভালো গান বা ভালো কথা শোনায় না। আদর করে কোলে টেনে নিয়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে কেউ ঘুম পাড়ায় না। তাই এদের জীবনের অন্ধকার ঘুচতে চায় না।

এই সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তাগিদ থেকে আজ থেকে তিন বছর আগে কয়েকজন সমাজ সচেতন মানুষ ৩০ টি ছেলে মেয়েকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন নীহারিকা আশ্রম। নীহারিকা গড়ে এই মানুষগুলি শুধু ৩০ টি ছেলেমেয়ের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেন তাই নয়, একই সঙ্গে সূচনা করলেন এক সামাজিক আন্দোলনের-ও।

এই আশ্রমের আবাসিকদের সুস্থ সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই সামাজিক আন্দোলনকে আরো ব্যাপক করার ব্রত নিয়েই শুরু হয়েছিল নীহারিকার পথ চলা। কোন-ও রকম বিদেশী সাহায্য ছাড়াই এই ৩০ জনের থাকা খাওয়া ও পড়া শোনার দায়িত্ব নীহারিকা নিতে পেরেছে শুধুমাত্র অল্প কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য। কিন্তু অল্প কিছু মানুষের সীমিত সাহায্যে দীর্ঘ দিন ধরে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়।

তাই বন্ধুগণ, আপনাদের সক্রিয় সাহায্য ও আন্তরিক ভালোবাসার জন্যই এই আবেদন নিয়ে আপনাদের কাছে আসা। আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন আসুন আমাদের এই সামাজিক আন্দোলনে আপনারাও সামিল হোন, বাড়িয়ে দিন হৃদয়ের উষ্ণতাভরা হাত, যে হাত ধরে এই শিশুরা মাথা তুলে দাঁড়াবে। নিজের জীবনের অন্ধকারকে সরিয়ে আলোয় ভরিয়ে দেবে নিজের ও অন্যের জীবন।

এই বিশাল সাহায্য আপনারা করবেন বিশাল কিছু দিয়ে নয়, শুধু প্রতি মাসে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু টাকা (নুন্যপক্ষ ৫০ অথবা ১০০/১৫০/২০০/২৫০/ ৩০০/৩৫০/৪০০/৪৫০/৫০০ টাকা) -র সাথে আপনার আন্তরিক আদর ও ভালোবাসা দিয়েই আপনারা অনেক শিশুর জীবন আলোকিত করতে পারবেন। তাদের দিতে পারবেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা।

পুন নবীকরনের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কুনাল লামা / পূরবী ঘোষ

নীহারিকা

শালবাগান, পোষ্ট, আনুলিয়া,

রাণাঘাট, নদীয়া - ৭৪১২৫৫

ফোন ঃ ০৩৪৭৩-২১৪ ১৫২, মোবাইল ৯৪৩৪৮ ২৩১৯৭

বিঃ দ্রঃ ১। ৫০০ টাকা অথবা তার বেশী টাকার অনুমোদনের জন্য চেক "Child-in-Distress & We Charitable Trust; " -র নামে কাটুন।

২। আপনারা চাইলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করতে পারি

APPEAL FOR SOCIAL SUPPORT

Just like the darkness under a burning lamp, there are areas of darkness in our society too right under its civilized facade. In this murky section live innumerable helpless and vulnerable members of our society. They are as human as any human can be, but they live as outcast, unloved, uncared and shunned yet always exploited by the same society. And this way they are always under social darkness of inequality.

Driven by these provocative and moving thoughts and social challenges, some socially sensitive minds joined together in the year 2001 and invoked beginning of a social movement to address the social issue, and thus NIHARIKA - a shelter - home for the socially deprived children - was born in a serene rural surrounding, with 30 boys and girls, with a clear vision of these children joining the mainstream in future as well educated responsible citizens.

Since it inception Niharika has been running its programmes without any funds from donor agencies. Some kind-hearted individuals and well-wishers have been helping Niharika to maintain and educate the children. And it has been a daunting and difficult task to maintain 30 children without sufficient involvement and support of the members of the community.

Therefore, friends, we appeal to all of you to join us in this social movement and help the children of Niharika light up their life and others, with your kind support, love and affection.

Just by contrbuting an amount, as small as Rs. 50/- or in multiple thereof every month, blended with your compassionate feeling for the children, you will be giving them right direction for a bright future.

For further information please contact

Kunal ~~Kamal~~ **Lama / Purabi Ghosh**

at *Niharika*

Salbagan, P.O. - Nadia
Ranaghat, Nadia, West Bengal - 741255
Phone : 03473 214152, Mobile : 94348 23197

N.B. - 1. For donation amount of Rs. 500/- or above, please draw your chequ϶ in favour of "Child-in-Distress & We Charitable Trust; "

2. We will collect the donation personally if you wish.

আমাদের শিশুদের
উন্নতির কামনায়
বুকভরা ভালোবাসা
ও স্বপ্ন নিয়ে

অভিভাবকবৃন্দ

Dedicated
to all
deprived children
of this world

by
the children of
Niharika

a project of
CIDAW : Child-in-Distress & We

RANAGHAT.